মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

মুক্ত মঞ্চ, খালুইবিল মাঠ, বর্ধমান-৭১৩১০৩

আয়োজক
জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

উদ্যোগ
বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র

সুধী,

বরেণ্য চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ চলছে। তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য 'বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রে'র উদ্যোগে 'মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি' নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। আগামী ১৬ ও ১৭ই মার্চ শহরের টাউনহলে মৃণাল সেন পরিচালিত একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি আলোচনাসভা, চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে-

ষোড়শীমোহন দাঁ
সভাপতি
মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

বাপ্পাদিত্য দাঁ
সম্পাদক
মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে যে সমস্ত বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব বঙ্গসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অন্যতম মৃণাল সেন (১৯২৩-২০১৮)। তাঁর সৃষ্টি শুধু বাঙালির নয়, বিশ্ববাসীর এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতা ও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের পেশায় প্রবেশ করেন। কিন্তু এ হলো সন্ধানপর্ব—তাঁর প্রতিভা কোন কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত তার সন্ধান। এই সময়েই, গত শতকের চারের দশকে, তাঁর প্রগতিবাদী চেতনা তাঁকে নিয়ে আসে বাম বৃত্তে—তিনি আই পি টি এ-র সঙ্গে যুক্ত হন। আবার এই কালপর্বেই ইতালির নব্যবাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রশৈলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কল্পনা রাঙানো নয়, নিরাভরণ বাস্তবের প্রদর্শন, রূপটানহীন অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বাভাবিক বা অকৃত্রিম অভিনয় ছিল এই নির্মাণশৈলীর বিশেষত্ব। এই সূত্রেই মৃণাল সেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির পথটি চিনে নিতে সক্ষম হন।

'রাত ভোর' (১৯৫৫) থেকে 'আমার ভুবন' (২০০২) পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশকে বিস্তৃত চলচ্চিত্র নির্দেশনার কেরিয়ারে মৃণাল সেন নির্মাণ করেছেন ২৭টি কাহিনিচিত্র, ৪টি তথ্যচিত্র, ১টি টিভি সিনেমা ('তসবির আপনি আপনি', ১৯৮৪), ১৩ পর্বের একটি টিভি সিরিয়াল 'কভি দূর কভি পাস', ১৯৮৬-৮৭)। প্রথম দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'নীল আকাশের নীচে' (১৯৫৯), 'বাইশে শ্রাবণ' (১৯৬০), 'আকাশ কুসুম' (১৯৬৫)। সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল উত্তাল সেই ১৯৬৫-৭৫ কালপর্বে মৃণাল সেন নির্মাণ করেন বিভিন্ন ঘরানার একাধিক সমাজবাস্তববাদী চলচ্চিত্র। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভুবন সোম' (১৯৬৯) 'কলকাতা ত্রয়ী' বলে খ্যাত 'ইন্টারভিউ' (১৯৭০), 'কলকাতা ৭১' (১৯৭২), 'পদাতিক' (১৯৭৩) এবং 'কোরাস' (১৯৭৪)। 'মৃগয়া' (১৯৭৬) দিয়ে শুরু যে তৃতীয় পর্বের সেই পর্বে মৃণাল সেন নির্মিত অবিস্মরণীয় কাহিনিচিত্রের মধ্যে প্রধান হলো 'একদিন প্রতিদিন' (১৯৮০), 'চালচিত্র' (১৯৮১), 'আকালের সন্ধানে' (১৯৮২), 'খারিজ' (১৯৮২) এবং 'খণ্ডহর' (১৯৮৩)। পরবর্তী দু'দশকে মৃণাল সেন ছবি করেছেন কম, একটি ছবি থেকে অন্যটিতে যেতে সময় লেগেছে বেশি। এই সময়ের কালজয়ী সৃষ্টির চারটি হলো—'একদিন অচানক' (১৯৮৯), 'মহাপৃথিবী' (১৯৯১), অন্তরীণ (১৯৯৪), 'আমার ভুবন' (২০০২)।

বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া ('মাটির মনিষ', ১৯৬৬), তেলেগু ('ওকা উরি কথা', ১৯৭৭), হিন্দি ('খণ্ডহর', ১৯৮৩, 'একদিন অচানক' ১৯৮৯ ইত্যাদি) ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন মৃণাল সেন। চলচ্চিত্র শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য 'পদ্মভূষণ' (১৯৮১) থেকে 'দাদা সাহেব ফালকে' (২০০৩) পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর ছবি দেশ বিদেশে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। জাতীয় ক্ষেত্রে 'ভুবন সোম', 'কোরাস', 'মৃগয়া', 'আকালের সন্ধানে' শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্রের সম্মান পেয়েছে 'কলকাতা ৭১' ও 'খারিজ'। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার শিরোপা তিনি পেয়েছেন চারবার—'ভুবন সোম', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে' ও 'খণ্ডহর' ছবির জন্য। 'পুনশ্চ' 'আকাশ কুসুম', 'অন্তরীণ', 'ওকা উরি কথা', 'মাটির মনিষ' শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ভাষার ছবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মস্কো, চেকশ্লোভাকিয়া, বার্লিন, কান, স্পেন, শিকাগো, কানাডা, ভেনিস কায়রো প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিকবার নানা পুরস্কার জিতেছেন তিনি। চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। দু'দশক জুড়ে বার্লিন, মস্কো সহ একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি সদস্য ছিলেন মৃণাল সেন।

ভালো ছবি মানেই বড় বাজেটের নক্ষত্রখচিত ছবি এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন মৃণাল সেন। রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলে ছবির শৈল্পিক মর্যাদা হানি হয়, বা চিন্তা উদ্রেককারী বৌদ্ধিক ছবির আবেদন বিনোদনপ্রধান ছবির থেকে কম, এসব প্রচলিত ধারণাকেও ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে মৃণালের ছবি। মৃণাল নিজেকেও ভেঙেছেন তাঁর দীর্ঘ নির্মাণপথে। বিপ্লবের, সমাজ পরিবর্তনের যে ভাবনা তুফান তুলেছে তাঁর প্রথম দিকের ছবিতে তা কিছুটা বাঁক পাল্টায় গত শতকের সাতের দশকের শেষ থেকে যখন এ রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে আসে। তাঁর সন্ধানী চোখ তখন পরিবার ও ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব উন্মোচনে, মধ্যবিত্তের নৈতিকতার সীমা নির্দ্ধারণে উদ্যোগী হয়েছে। নির্মিত হয়েছে 'একদিন প্রতিদিন' বা 'খারিজ'-এর মতো ক্লাসিক সিনেমা। বাস্তবধর্ম শিল্পের প্রাণস্বরূপ মেনেও শিল্পকে বাস্তবের পরিপূরক ভাবতে রাজি ছিলেন না মৃণাল সেন। 'আকালের সন্ধানে' ছবিতে তাই তিনি দেখিয়েছেন শিল্প সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হলেও আকালের অর্থাৎ সমাজবাস্তবের শৈল্পিক উপস্থাপন একটা স্তরে গিয়ে শৌখিন বিলাসিতা মনে হয়। মৃণালের ছবিতে রয়েছে বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব। 'মৃগয়া' ছবিতে সমাজের অসুরদের বধের জন্য প্রযুক্ত হিংসার পাশে স্থান পায় রাষ্ট্রিক হিংসা। প্রশ্নহীন আনুগত্য ও দলীয় শৃঙ্খলার ভেদরেখা কী, সে প্রশ্ন তোলে 'পদাতিক'। কয়লার উনুন থেকে গ্যাস স্টোভ এক উত্তরণ হলেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এ উত্তরণ স্বার্থপরতা হিসেবে বিবেচ্য কিনা সে প্রশ্ন তোলে 'চালচিত্র'। প্রশাসনে কঠোরতা ও কোমলতার কোনটা বেশি কার্যকর তা খুঁজতে চায় 'ভুবন সোম'। অতীত কি সত্যি বিগত, না কি আমাদের অবচেতনে লুকিয়ে তা আমাদের বর্তমানকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে চায় মৃণালের শেষ ছবি 'আমার ভুবন'। মৃণালের একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। সেই আলোকেই তিনি রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক দ্বন্দ্বের

নিরসন চেয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাসকে তিনি অচলায়তনে পরিণত করতে দেননি। চলমান জীবনের কষ্টিপাথরে প্রতিনিয়ত তা পরখ করতে চেয়েছেন। 'Identify the faults. Understand the lapses'—এই তাঁর স্পষ্ট বার্তা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কেউই আজ ভুল চিহ্নিত করতে, তার উৎস সন্ধান করতে আগ্রহী নয়। পরিবর্তিত বিশ্বেও মৃণাল সেন তাই সমান প্রাসঙ্গিক, জন্মের ১০০ বছর পরেও তিনি তাই সমানভাবে স্মরণীয়। তাঁর নির্মাণ বারংবার ফিরে দেখার যোগ্য।

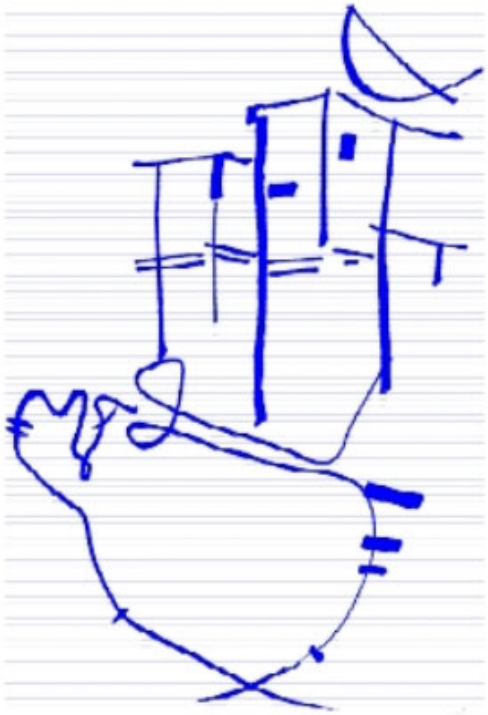

মৃণাল সেন জন্মশতবার্ষিকী

১৬ ও ১৭ মার্চ, ২০২৪

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

স্থান : বংশগোপাল টাউন হল

—অনুষ্ঠানসূচি—

১৬ মার্চ, ২০২৪

চলচ্চিত্র প্রদর্শন : মৃণাল সেন পরিচালিত
'নীল আকাশের নীচে'

সময় বেলা ১২টা, দুপুর ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টা

চিত্র প্রদর্শনী : ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

সেমিনার : বিকাল ৪টা (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল)

১৭ মার্চ, ২০২৪

চলচ্চিত্র প্রদর্শন : মৃণাল সেন পরিচালিত
'নীল আকাশের নীচে'

সময় : বেলা ১২টা, দুপুর ৩টা

চিত্র প্রদর্শনী : ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬টা

With Best Compliments from :

Nakshatra Hotel and Restaurant
Swayamvar Banquet
Address: G.T. Road, Parbirhata, Burdwan
Contact Number : 7063055006 / 7063055035

Nakshatra 2.0 Restaurant
Sanskriti Banquet
Address: G.T. Road East, Muchipara, Burdwan
Contact Number : 6297662611

Unique Banquet
Address : Bhangakuthi, Burdwan
Contact number : 9883160841

মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।
সাধনা প্রেস, বর্ধমান হতে মুদ্রিত।

"তখনও ছবির জগতে পাকাপাকিভাবে আসিনি বটে, কিন্তু চা খাওয়ার মতো করে ছবি দেখি, বলাই বাহুল্য বিদেশের। সেসব ছবি দেখার বন্দোবস্ত করে দেয় বংশী, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, আমার বন্ধু। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি থেকে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপ সেই সূত্রেই। মানিকবাবু তখন বিজ্ঞাপনসংস্থায় কাজ করেন, আমি আর ঋত্বিক মাঝেমধ্যেই ওঁর বাড়ি যাই।"—**মৃণাল সেন**

বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন-এর জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

নীল আকাশের নীচে

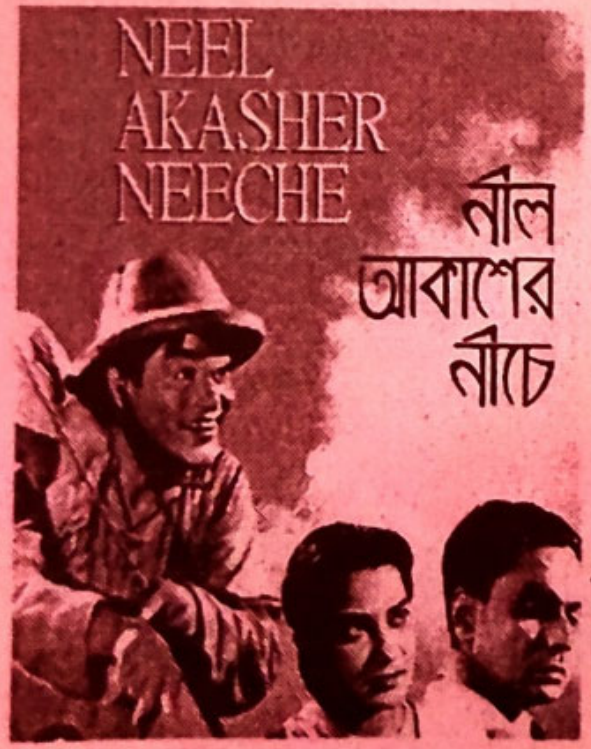

নির্দেশনা : মৃণাল সেন

টাউনহল, বর্ধমান

আমন্ত্রণপত্র

উদ্যোগ : মৃণাল সেন জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি

অনুগ্রহ করে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে খাবার নিয়ে আসবেন না।